দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 29 AUG 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষা বোর্ডে ৫ বছরে ১১১ কোটি টাকার অনিয়ম

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের আটটি শিক্ষা বোর্ডে গত পাঁচ বছরে ১শ' ১১ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম ধরা পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে গঠিত টাস্কফোর্স কমিটির রিপোর্টে এ অনিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কমিটি এসব অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে। সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি পাওয়া গেছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

বৃহস্পতিবার টাস্কফোর্স শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেকের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। এ সময় টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক ও বিআইটি কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ নজরুল ইসলাম, কমিটির সদস্য অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী, অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, ডঃ আআমস আরেফীন সিদ্দিক, মহিউদ্দিন আহমেদ, শামসুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

টাস্কফোর্স আটটি বোর্ডের দুর্নীতি ছাড়াও এসএসসি এবং এইচএসসি পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা, পরীক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত পেশ করেছে। শিক্ষামন্ত্রী এসব সুপারিশ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছেন।

টাস্কফোর্স প্রত্যেক বিভাগে কমপক্ষে একটি শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছে। ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে প্রত্যেক বিভাগে একাধিক শিক্ষা বোর্ডও করা যেতে পারে। প্রত্যেক

টাস্কফোর্সের রিপোর্ট

বৃহত্তর জেলায় বোর্ডের আঞ্চলিক অফিস স্থাপন প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করে। এসব অফিসে নিবন্ধন, পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

এক বা একাধিক বিষয়ে ফেল করলে ফেল ঘোষণার নিয়ম বাতিলের সুপারিশ করেছে টাস্কফোর্স। কোন ছাত্র যে বিষয়ে ফেল করবে সেই বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ে ডিভিশন দেবার সুপারিশ করা হয়েছে। তবে কম্পার্টমেন্টাল সিস্টেমের মতো ডিভিশন পাওয়া থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বঞ্চিত করা যাবে না। সব বিষয়ের নম্বর মিলে যে ডিভিশন পাবে সেই ডিভিশনই দিতে হবে। শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও ড্রপ আউট রোধে এভাবে 'ফেল' শব্দটি উঠিয়ে দেবার সুপারিশ করা হয়েছে।

(১১ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

শিক্ষা বোর্ডে ৫ বছরে

(প্রথম পাতার পর)

কমিটি মনে করে যে, বর্তমানে প্রচলিত মেধা তালিকা ব্যবস্থা রহিত করা উচিত। কারণ মেধা তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অব্যবস্থার সুযোগ থাকে। তাছাড়া ক্ষতিকারক প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। এর পরিবর্তে গ্রেডিং সিস্টেম চালুর কথা বলা হয়েছে।

নম্বর বণ্টনের ক্ষেত্রে টাস্কফোর্স নতুন সুপারিশ রেখেছে। তা হচ্ছে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় রচনামূলক অংশে ৫০, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে ৩০ ও নৈর্ব্যক্তিক অংশে ২০। টাস্কফোর্স একই প্রশ্নপত্রের অধীনে সারা দেশে পাবলিক এক্সামিনেশন নেবার বিরোধিতা করেছে। আগের মতো প্রত্যেক বোর্ডের অধীনে আলাদা পরীক্ষা নেবার সুপারিশ করা হয়েছে। তবে ঢাকায় কেন্দ্রীয় পরীক্ষা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এ কেন্দ্রে সারা বছর শিক্ষকরা পালাক্রমে প্রশ্নপত্র তৈরি, সমীক্ষণ, হল পরিদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেবেন। এছাড়া প্রত্যেক থানায় পরীক্ষা নেবার জন্য একটি পাবলিক হল স্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। কোচিং ও গাইড ব্যবসার সাথে জড়িত শিক্ষকদের চিহ্নিত করে তাদের পরীক্ষার কোন পর্যায়ে সম্পৃক্ত না করার কথা বলা হয়। এছাড়া পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নপত্রের ভাষা পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয় বলে কমিটি মনে করে।

টাস্কফোর্স ছাত্র-ছাত্রীদের দু'টি ভাষায় সার্টিফিকেট ও মার্কশীট প্রদানের কথা বলেছে। বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ও মার্কশীট ইংরেজী ভাষায় করাতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের যে দুর্ভোগ হয় তা লাঘবের জন্য টাস্কফোর্স ইংরেজী ভাষায়ও এগুলো প্রদানের সুপারিশ রেখেছে।

সম্প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আকস্মিক ও নিয়মিত পরিদর্শন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে এমনকি বাংলাদেশ হবার পরও কিছুদিন এ ব্যবস্থা চালু ছিল। টাস্কফোর্স মনে করে এটা চালু করা জরুরী। বোর্ডে জনগণের কমতি থাকায় কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা বোর্ডের পক্ষ হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আকস্মিক ও নিয়মিত পরিদর্শন করতে পারেন।

টাস্কফোর্স মাদ্রাসা বোর্ডের সিলেবাস ঢেলে সাজিয়ে তা স্কুল-কলেজের সমপর্যায়ে আনার সুপারিশ করেছে। তাছাড়া জাতীয় পাঠ্যক্রম বোর্ডের আওতায় আনারও কথা বলা হয়েছে।

এদিকে ১০/১২ বছর ধরে যাঁরা বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে মাস্টার রোলে কাজ করছেন তাঁদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। সুষ্ঠু পরীক্ষাগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক বিনিময়ের পরিবর্তে পরীক্ষার্থী বিনিময়ের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ নিজ স্কুলের ছাত্র যাতে অন্য স্কুলে পরীক্ষা দেয় তার ব্যবস্থা করা।

উল্লেখ্য, গত ২৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন। এ সময় শিক্ষা বোর্ডসমূহের দুর্নীতি, অনিয়ম তদন্ত ও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য তিনি একটি টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ৩ এপ্রিল ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি টাস্কফোর্স গঠন করেন। ১০ এপ্রিল টাস্কফোর্সের প্রথম সভায় চারটি উপকমিটি গঠন করা হয়। একাডেমিক উপকমিটির প্রধান ছিলেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। প্রশাসনিক উপকমিটির প্রধান ছিলেন যুগ্মসচিব ওসমান আলী। অনিয়ম ও দুর্নীতি উপকমিটির প্রধান অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী ও হিসাব নিরীক্ষা উপকমিটির প্রধান ছিলেন ডঃ শামসুদ্দিন আহমেদ। টাস্কফোর্স যে আটটি শিক্ষা বোর্ডের ওপর কাজ করেছে সেগুলো হলো ঢাকা, রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং জাতীয় পাঠ্যক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড। এসব বোর্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য বিরাজমান ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে বাস্তবায়নযোগ্য ফলপ্রসূ সুপারিশ প্রণয়নের জন্য টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। টাস্কফোর্সের ৭৮ পৃষ্ঠা প্রতিবেদনের মধ্যে মূল প্রতিবেদন রয়েছে ৬৬ পৃষ্ঠা। চার মাস সময়ের মধ্যে এ প্রতিবেদন পেশ করা হলো।